# বিশ্বাসীদের মা

(উম্মুল মুমিনিনের জীবনী থেকে আমাদের পাথেয়)


**মূল : ইয়াসির ক্বাদি**

**অনুবাদ**

রেজায়ি সেন্টার

মুহাম্মদ খালিদ
সাইফুল্লাহ
আহমাদ ভূঁইয়া
সৈয়দা ফাবিহা
তাসনিম
সানিকুদরাত সাকি
নাঈম আহমেদ
শামিম রেজায়ী



গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# প্রকাশকের কথা

নবিজির সম্মানিতা স্ত্রীগণ আমাদের মা। উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মা। মায়েরা কেমন হয়? সন্তানের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। ঠিক তাই। উম্মাহাতুল মুমিনিন আমাদের শিক্ষক ও গাইড।

এই পবিত্রা মায়েদের নিয়ে অনেক জীবনীগ্রন্থ আছে। কিন্তু শাইখ ইয়াসির ক্বাদি ভিন্ন এক আঙ্গিকে তাঁদের উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেছেন। ‘Mothers of Believes’ নামের ভিডিও লেকচার সিরিজ-এ তিনি ধারাবাহিক জীবনীর দিকে না গিয়ে এমনভাবে উম্মুল মুমিনিনকে সামনে এনেছেন, যেখান থেকে আমরা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা হাসিল করতে পারি। বর্ণনাভঙ্গি আর গতি পাঠকদের চোখ প্রতিটি পাতায় আটকে রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ-তরুণী এই লেকচার সিরিজ অনুবাদ করেছে। ঢাবির মেধাবী তরুণ জনাব শামিম রেজায়ি তার অনুবাদ প্রতিষ্ঠান রেজায়ি সেন্টারে দারুণ মেধাবী কয়েকজনকে সম্পৃক্ত করেছেন। এই অনুবাদ-কর্মে অংশ নেওয়া মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, আহমাদ ভূঁইয়া, সৈয়দা ফাবিহা তাসনিম, সানিকুদরাত সাকি, নাঈম আহমেদ, শামিম রেজায়ি—প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। গার্ডিয়ানের টিম-এর সবাইকে অভিনন্দন। দারুণ এই কাজটি করতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত ও শিহরিত।

জেনে রাখা ভালো—এটা একটা ভিডিও লেকচার সিরিজ-এর অনুবাদ গ্রন্থ। মুখের কথামালাকে সাহিত্যের চাদর পরিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন এক কাজ। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি তথ্যের রেফারেন্স দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখানের সকল বক্তব্য-মতের ব্যাপারে আমরা ইয়াসির ক্বাদির দৃষ্টিভঙ্গিই উপস্থাপন করেছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বইটি অক্ষরের কালিতে পড়ার সময় অবশ্যই ভুলে যাবেন না—এটি একটি ভিডিও লেকচার।

নির্ভুল বই নির্মাণে আমরা সদা-তৎপর; তবে কোনোভাবেই ত্রুটিমুক্ত করার দাবি করছি না। পুরো প্রক্রিয়ায় (বক্তব্য, অনুবাদ, বানান, সম্পাদনায়) কোনো ত্রুটি হলে নিঃসন্দেহে আমাদের জানাবেন, প্লিজ। গার্ডিয়ান তার গ্রন্থসমূহ যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

চলুন, দেখে নিই—বিশ্বাসীদের মায়েদের জীবন ও কর্ম। সাথে কুড়িয়ে নিই আমাদের পথচলার কিছু নুড়ি পাথর।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

২০ আগস্ট, ২০২০

# অনুবাদকের কথা

'তাঁরা নবিজি ﷺ-এর স্ত্রী'—এই পরিচয়টিই নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা অনুধাবনে যথেষ্ট। নারী হিসেবে তাঁরা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। মর্যাদার এই স্তর আরও উন্নীত হলো তখন, যখন মহান আল্লাহ বললেন–

> 'নবিজি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত; আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা।' সূরা আহজাব : ৬

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁদের 'বিশ্বাসীদের মা' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। একজন বিশ্বাসী–সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, তার হৃদয় এই মায়েদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। ফলে যখন কেউ 'বিশ্বাসীদের মা'দের নিয়ে কুৎসা রটায়, মিথ্যের মোড়কে ইতিহাসের সত্যকে ঢেকে ফেলে, তখন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে থাকা বিশ্বাসী ব্যক্তিটিও কষ্ট পায়। সে বিক্ষুব্ধ হয়। তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশিত হয় লেখনীতে, বিক্ষোভে। এভাবে সে জানান দেয়–'আমি আমার মায়েদের ভালোবাসি।'

নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের মর্যাদা নবিজি ﷺ-এর মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। তাঁর স্ত্রীদের অবমাননা অর্থই হলো নবিজি ﷺ-এর অবমাননা। কারণ, তাঁরা ছিলেন নবিজি ﷺ-এর অর্ধাঙ্গিনী, অধীনস্থ। তাঁরা একই সঙ্গে জীবনযাপন করেছেন, সুখ-দুঃখ ভাগ করেছেন। আরেকটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের শামিল। কেননা, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁদের; বিশেষ করে আয়িশা رضي الله عنها-এর সম্মান ও মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। পবিত্রতার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তাঁদের উপাধি দিয়েছেন 'বিশ্বাসীদের মা'।

বইয়ের নাম ও এতটুকু পড়ে আপনারা এতক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছেন, এ বইটি নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণের জীবন ও কর্ম নিয়ে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত আমেরিকান স্কলার ড. ইয়াসির ক্বাদি, তিনি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে Memphis Islamic Center-এ নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে 'The Mothers of the Believers' শিরোনামে ১৫ (পনেরো) পর্বের ধারাবাহিক লেকচার প্রদান করেন। ঐতিহাসিক দলিলের যৌক্তিক উপস্থাপনায় ড. ইয়াসির ক্বাদির দক্ষতা এ লেকচার সিরিজটিকে অসাধারণ ও অনন্য করে তুলেছে। আমাদের *বিশ্বাসীদের মা* বইটি এ লেকচার সিরিজেরই অনূদিত রূপ। আমরা চেষ্টা করেছি, ড. ইয়াসির ক্বাদির উপস্থাপন ভঙ্গিমা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে–যাতে বইটির আলোচনা পাঠকদের নিকট জীবন্ত উপস্থাপিত হয়। আশা করা যায়, বইটি পড়ার সময় বই ও পাঠকের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হবে।

বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে উম্মুল মুমিনিন ও আহলে বাইতের পরিচয়, তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। উম্মুল মুমিনিন আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত কি না, এ নিয়ে সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে। এরপর তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা রয়েছে। নবিজি ﷺ-এর সাথে তাঁদের বিয়ে ও সংসার জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থেকে পাঠকরা ইসলামি পরিবার গঠনের জ্ঞান ও মেজাজ অর্জন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

উম্মুল মুমিনিনের জীবনাচরণ, ভালোবাসার প্রতিযোগীদের (সতিন) সাথে তাঁদের ব্যবহার, নবিজি ﷺ-এর সাথে মনোমালিন্য ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে বইটি আলোচনা করে। বইটি আরও আলোচনা করে কতিপয় উম্মুল মুমিনিনের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে। ইসলামি খিলাফত-রাষ্ট্রের পলিসিসংক্রান্ত বিষয়ে এবং উষ্ট্রের যুদ্ধে তাঁদের কেমন ভূমিকা ছিল, সেটাও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নবিজি ﷺ-এর কয়েকজন সম্মানিতা স্ত্রী ইলমুল হাদিস ও ইলমুল ফিকহে অবদান রেখেছেন–এ বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক ও তথাকথিত মুক্তমনা সম্প্রদায় আমাদের সম্মানিতা মায়েদের সম্পর্কে নেতিবাচক ও বিষাক্ত কথা প্রচার করে। তারা সত্য ইতিহাস ও কুরআনের নিশ্চয়তাকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের কলুষিত মনকে প্রাধান্য দেয়। এসব নিকৃষ্ট মানুষদের শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে যেসব আপত্তিকর ও বিষাক্ত কথা তারা প্রচার করে, সেসবের যৌক্তিক ও সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে *বিশ্বাসীদের মা* বইটিতে।

আমরা বিশ্বাস করি, এ বইটির অনুবাদ কাজের সমাপ্তি মহান আল্লাহর অনুগ্রহেই সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর দেওয়া যোগ্যতা ছাড়া আমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই; কোনো জ্ঞান নেই, তাঁর দেওয়া জ্ঞান ছাড়া। প্রকৃতপক্ষে তিনিই জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সক্ষমতা দানকারী। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। ফলে আমরা অবনত চিত্তে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁর কাছে আর্জি পেশ করছি, তিনি যেন আমাদের এ ক্ষুদ্র কাজকে কবুল করে নেন।

আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, *বিশ্বাসীদের মা* বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত সম্পাদক, প্রকাশক, প্রুফরিডারসহ সকল কলাকুশলীদের। তাদের জন্য দুআ করছি, মহান আল্লাহ যেন তাঁদের মেহনত কবুল করে নেন। তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন। আমিন।

নিবেদক
অনুবাদক টিমের পক্ষে
মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

# সূচিপত্র


**ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মাহাতুল মুমিনিন ও আহলে বাইত** **১৩**

- ◈ আহলে বাইতের পরিচয় ১৩
- ◈ উম্মাহাতুল মুমিনিন কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ১৪
- ◈ উম্মাহাতুল মুমিনিনের প্রতি আল্লাহর রহমত ১৮
- ◈ আহলে বাইতের হক ২২
- ◈ আলি ﵁ ও আয়িশা ﵂ ২৯
- ◈ হাসান ও হোসাইন ﵄ ৩০
- ◈ কেউ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত কি না কীভাবে বুঝব ৩৩
- ◈ উম্মাহাতুল মুমিনিন-এর পরিচয় ৩৪
- ◈ উম্মুল মুমিনিনের প্রতি আল্লাহর রহমত ৩৮
- ◈ উম্মুল মুমিনিনদের সংখ্যা কত ৪৭
- ◈ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ৫২

**খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ ﵂** **৫৭**

- ◈ খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ ﵂-এর বংশ পরিচয় ৫৯
- ◈ খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ ﵂-এর পরিবার-পরিজন ৫৯
- ◈ কিছু প্রশ্নের উত্তর ৬৯
- ◈ নবিজি ﷺ-এর সাথে পরিচয় ও বিয়ে ৭৩
- ◈ বিয়ের সময় খাদিজা ﵂-এর বয়স ৭৮
- ◈ তাঁদের সংসার কেমন ছিল ৮১
- ◈ খাদিজা ﵂ ও নবিজি ﷺ-এর সন্তানদের পরিচয় ৮৪
- ◈ কেমন ছিলেন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ ﵂ ৯০
- ◈ নবিজির দায়িত্ব পালনে খাদিজা ﵂-এর ভূমিকা ১০৪
- ◈ খাদিজা ﵂ ও নবিজি ﷺ-এর নাতি-নাতনি ১২১

**হজরত সাওদা বিনতে জামআ ﵂** **১২৫**
◈ নাম ও বংশ পরিচয় ১২৫
◈ নবিজি ﷺ-এর সাথে বিয়ে ১২৬
◈ বিবাহের ঘটনা ১২৬
◈ মাদানি জীবনে হজরত সাওদা ﵂ ১২৮
◈ কুরআনের পরিভাষায় হিজাব ১৩০
◈ মুজদালিফা ত্যাগের হুকুম ১৩২
◈ হজরত সাওদা ﵂ এবং রাসূল ﷺ-এর তালাকের ঘটনা ১৩২
◈ হজরত সাওদা ﵂ সম্পর্কে অন্যান্য হাদিস ১৩৪
◈ মৃত্যু ও দাফন ১৩৫
◈ সাওদা ﵂ বর্ণিত হাদিসসমূহ ১৩৬

**আয়িশা বিনতে আবু বকর ﵂** **১৩৭**
◈ আয়িশা বিনতে আবু বকর ﵂-এর পরিচয় ১৩৭
◈ আয়িশা ﵂ ও নবিজি ﷺ-এর বিয়ে ১৪১
◈ কেমন ছিল নবিজি ﷺ ও আয়িশা ﵂-এর বৈবাহিক জীবন ১৪৬
◈ যেসব দিক দিয়ে আয়িশা ﵂ অন্যদের থেকে এগিয়ে ১৪৭
◈ আয়িশা ﵂-এর সম্মান ও মর্যাদা ১৫০
◈ নবিজি ﷺ ও আয়িশা ﵂-এর পারস্পরিক ভালোবাসা ১৫৪
◈ আয়িশা ﵂-এর ঈর্ষা এবং আমাদের শিক্ষা ১৬২
◈ আয়িশা ﵂ একজন নিয়ামতপ্রাপ্ত নারী ১৭৬
◈ কেমন ছিল আয়িশা ﵂-এর তাকওয়া ও ঈমান ১৮১
◈ আয়িশা ﵂ ও পবিত্র কুরআন ১৮৪
◈ হুমায়রাহ ভালোবেসে রাখা নাম ১৮৫
◈ আয়িশা ﵂-এর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা ১৮৬
◈ আয়িশা ﵂ আরবের ডাক্তার ১৯২
◈ একটি মহানুভবতা ১৯৩
◈ উষ্ট্রের যুদ্ধ ও আয়িশা ﵂ ১৯৩
◈ আয়িশা ﵂-এর বিয়ের বয়স দুষ্টের সমালোচনা এবং হিস্টোরিক্যাল রিভিশন ১৯৭
◈ আয়িশা ﵂-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের পরিণাম ২১০

**হাফসা বিনতে উমর ﵂** **২১৩**
◈ পরিচয় ২১৩
◈ নবিজি ﷺ ও হাফসা ﵂-এর বৈবাহিক জীবন ২১৬
◈ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ২২২
◈ রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর সাথে পুনর্বিবাহ ২২৪
◈ পরবর্তী জীবন ২২৬
◈ হাফসা ﵂ বর্ণিত কিছু হাদিস ২২৬

**জয়নব বিনতে খুজায়মা ﵂** **২৩০**
◈ বংশ পরিচয় ২৩০
◈ জয়নব ﵂-এর প্রথম স্বামী ও সংসার ২৩১
◈ নবিজি ﷺ-এর সাথে বিবাহ ২৩২
◈ উম্মুল মাসাকিন ২৩৩
◈ মৃত্যু ২৩৩

**উম্মে সালামা ﵂** **২৩৪**
◈ বংশ পরিচয় ২৩৪
◈ প্রথম স্বামী ও সংসার ২৩৪
◈ হিজরতে জন্ম নেওয়া প্রথম মুসলিম শিশু ২৩৫
◈ মক্কায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন এবং মদিনায় হিজরত ২৩৫
◈ নবিজি ﷺ-এর সাথে বিবাহ ও সংসার ২৪২
◈ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা ২৪৬
◈ উম্মে সালামা ﵂ ও তথাকথিত ইসলামি নারীবাদী ইস্যু ২৪৯
◈ উম্মে সালামা ﵂-এর সম্মান ও মর্যাদা ২৫৯
◈ উম্মে সালামা ﵂-এর রাজনৈতিক জীবন ২৬৩
◈ উম্মে সালামা ﵂-এর মৃত্যু ২৬৪
◈ উম্মে সালামা ﵂-এর সন্তান-সন্ততি ২৬৫

**জয়নব বিনতে জাহাশ ﵂** **২৬৭**
◈ পরিচিতি ২৬৭
◈ বিশেষত্ব ২৬৮
◈ নবিজি ﷺ-এর সাথে বিবাহ ২৭২
◈ মৃত্যু ২৮৭
◈ জয়নব ﵂ বর্ণিত হাদিসসমূহ ২৮৮

**জুয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস ﵂** **২৮৯**
◈ নাম ও বংশ পরিচয় ২৮৯
◈ একটি যুদ্ধ এবং দাসীতে পরিণত হওয়া ২৮৯
◈ মুকাতাবার দাবি এবং নবিজি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ ২৯১
◈ বাররাহ থেকে জুয়াইরিয়াহ নামকরণ এবং এর হিকমাহ ২৯২
◈ একটি মজার ঘটনা ২৯৩
◈ জুয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস ﵂ বর্ণিত হাদিসসমূহ ২৯৪

**উম্মে হাবিবা ﵂** **২৯৭**
◈ নাম ও বংশ পরিচয় ২৯৭
◈ পূর্বের স্বামী এবং বিচ্ছেদের ঘটনা ২৯৮
◈ নবিজি ﷺ কর্তৃক বিয়ের প্রস্তাব এবং রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠান ৩০১

**সাফিয়া বিনতে হুয়্যাই ﷺ** **৩১২**
◈ বংশ ও গোত্র ৩১২
◈ রাসূল ﷺ-এর সাথে বিয়ে ৩১৩
◈ রান্নার হাত ৩২৩
◈ হাদিস বর্ণনা ৩২৯
◈ সাফিয়া ﷺ-এর সম্পদ ৩৩০
◈ মৃত্যু ৩৩০

**মায়মুনা বিনতে আল হারিস ﷺ** **৩৩১**
◈ নাম ও বংশ পরিচয় ৩৩১
◈ ইসলাম গ্রহণ ও বিয়ে ৩৩২
◈ শেষ জীবন ও মৃত্যু ৩৩৬
◈ হাদিস বর্ণনা ৩৩৭
◈ ওয়াহাবাত নাফসাহা ৩৩৮

# ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মাহাতুল মুমিনিন
# ও
# আহলে বাইত

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন–

> ‘মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও নবিগণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, আর নবিদের স্ত্রীগণ তাদের মা।’ সূরা আহজাব : ৬

‘বিশ্বাসীদের মা’ নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা ‘আহলে বাইত’ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। আহলে বাইতের পরিচয়, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত সম্পর্কে শুরুতে কিছুটা আলোকপাত করে নেব। এ ছাড়া আহলে বাইত ও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য এবং আমরা (সুন্নিরা) তাঁদের কীভাবে দেখে থাকি, আর অন্যরা (শিয়া ও অন্যান্য) কীভাবে দেখে–এ সম্বন্ধেও কিছু জরুরি আলোচনা করব।

## আহলে বাইতের পরিচয়

প্রথমত, আহলে বাইত কী? কারা এর অন্তর্ভুক্ত?

‘আহল’ ও ‘বাইত’ আলাদা দুটি শব্দের সমন্বয়ে ‘আহলে বাইত’। ‘আহল’-এর শব্দমূল হচ্ছে ‘আল’; যার অর্থ–ফিরে আসা। আবার ‘আহল’ শব্দের অর্থ পরিবার। তাই ‘আহল’ এমন লোকদের বলা হয়, যাদের কাছে পারিবারিক সম্পর্কের বিবেচনায় মানুষ পুনরায় ফিরে আসে। আমরা কাদের কাছে ফিরে আসি? নিশ্চয়ই পরিবার-পরিজনের নিকট। তাই পরিবারকে বলা হয় আল বা আহল; কারণ, মানুষ তাদের কাছে বারবার ফিরে আসে। আর বাইত অর্থ বাড়ি। অর্থাৎ আলে বাইত বা আহলে বাইত বলতে রাসূল ﷺ-এর পরিবারবর্গকে বোঝায়। আমরা কখনো আহলে বাইতকে ‘আলে বাইত’ বলি এজন্য যে ‘আল’ শব্দমূল হতে উৎগত হয়েছে ‘আল’ ও ‘আহল’ শব্দ দুটি। তবে উভয় শব্দ সমার্থক হলেও কিছু আলিম উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য করেছেন।

## উম্মাহাতুল মুমিনিন কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত

‘আহলে বাইত’-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা নিয়ে সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য বিরাজমান। তবে শিয়াদের কাছে এর সংজ্ঞা ও পরিচয় অনেকাংশে নির্ধারিত। সুন্নি মুসলিমদের এ মতবিরোধ প্রায়োগিক অর্থে খুব একটা গুরুত্ববহ নয়।

নবিজি ﷺ-এর বংশধারা সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর বংশধারা হলো—মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ। অর্থাৎ ‘আহলে বাইত’-এর অনুসন্ধানে আমাদের আবদে মানাফ পর্যন্ত ফিরে যেতে হয়েছে; যদিও মতপার্থক্য হলো তারও আগের বংশধারা নিয়ে। এদিকে সবাই ঐক্যমত— আলি رضي الله عنه, ফাতিমা رضي الله عنها, হাসান رضي الله عنه ও হোসাইন رضي الله عنه আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। মতপার্থক্য আসে দ্বিতীয় নিসবতে; নবিজির চাচাতো ভাই-বোনের ব্যাপারে। তবে প্রায় সকল সুন্নি মুসলিম মনে করে—বনু হাশিম আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

হাশিম ইবনে আবদে মানাফ নবি ﷺ-এর পূর্বপুরুষ। তাঁর দুই সন্তান ছিল : আব্দুল মুত্তালিব ও আসাদ। আসাদের পরিবারে কয়েকজন সন্তান ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁরা নিঃসন্তান হয়ে পড়েন। এজন্য বনু হাশিম বলতে শুধু আব্দুল মুত্তালিব ও বনু আব্দুল মুত্তালিবকে বোঝায়। যেহেতু আসাদের ঘরে হাশিমের কোনো নাতি-নাতনি ছিল না, সেহেতু শুধু আব্দুল মুত্তালিবকেই আমরা নবি ﷺ-এর দাদা হিসেবে চিনি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাই বনু হাশিমকে আহলে বাইত বলতে কারও আপত্তি নেই।

সুন্নি ও অসুন্নিদের চিন্তার একটা বড়ো পার্থক্য হলো—সুন্নিরা মনে করে উম্মাহাতুল মুমিনিন ও বনু হাশিম ‘আহলে বাইত’-এর অন্তর্ভুক্ত। আর অন্যরা মনে করে—শুধু বনু হাশিমই আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। হাম্বলি, শাফেয়ি ও অন্যান্য মাজহাব মতে, হাশিমের ভাই মুত্তালিব এবং তাঁর বংশধররাও আহলে বাইত। অর্থাৎ তাঁরা নবি ﷺ-এর চাচাতো ভাই-বোনদেরও (দ্বিতীয় নিসবতে) আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। যদিও হানাফি মাজহাব মতে শুধু বনু হাশিম আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

তবে মুত্তালিবের বংশধররা আহলে বাইত কি না, এ ব্যাপারে আমাদের খুব বেশি মাথা ঘমানোর দরকার নেই। মুত্তালিবের বংশধরদের কেউ যদি বিশ্বের কোনো প্রান্তে থেকেও থাকে, এখন তাদের কেই-বা চেনে?

এই ১৪৪১ হিজরিতে এসে হাসান رضي الله عنه ও হোসাইন رضي الله عنه-এর বংশধরদের পরিচয় সুস্পষ্ট থাকলেও হিজরি বছর শুরু হওয়ার আগের বংশপরম্পরাকে খুঁজতে যাবে? দ্বিতীয় বা তৃতীয় নিসবতে চাচাতো ভাই-বোন অবশ্যই ছিল, কিন্তু এখন তাদের কেউ চেনে না। সুতরাং মতভেদটা

হলো–আহলে বাইত বলতে শুধু বনু হাশিমকে বোঝাবে নাকি বনু মুত্তালিবকেও? আর নবি ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে কেন আব্দুল মুত্তালিব বলা হয়?

এ নিয়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে–

> ‘চাচা মুত্তালিব তাঁর ভাতিজাকে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর মা দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। তাই চাচা মুত্তালিব ইয়াসরিব তথা মদিনায় গিয়ে তাঁকে অপহরণ করেন। যখন মুত্তালিব তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন, তখন লোকজন তাঁকে মুত্তালিবের পোষ্যপুত্র বা দাস বলে ডাকতে থাকল।’

যেহেতু আমাদের মতে (সুন্নিদের মতে) উম্মাহাতুল মুমিনিনও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, তাই আমরা বলি–‘আল’ (পরিবার) দুই ধরনের।

১. আল-বিত-তাবয়িইয়্যাহ (বৈবাহিক সম্বন্ধযুক্ত)।

২. আল বিল-আছালা (রক্তের সম্পর্কীয় বংশধর)। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনেও স্পষ্ট বর্ণনা আছে।

যখন ইবরাহিম ﷷ-এর সাথে ফেরেশতারা দেখা করতে এলেন, ইবরাহিম ﷷ ও তাঁর স্ত্রী সারাহকে সম্বোধন করে বলেন–

> ‘হে আহলে বাইত (নবি-পরিবার)! তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত।’ সূরা হুদ : ৭৩

কুরআনের এ আয়াত অনুযায়ী স্ত্রীরা আহলের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের ভাবার্থ হলো– ইবরাহিম ﷷ ও তাঁর স্ত্রী সারাহকে আল্লাহ রহমত ও বরকত দান করবেন তাঁদের সন্তান ইসহাক ﷷ-কে প্রদানের মাধ্যমে। মুসা ﷷ ও তাঁর পরিবারের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

> ‘আর যখন সে (মুসা) তাঁর আহলসহ ভ্রমণ করছিল, তখন তুর পাহাড়ের পাদদেশে আগুনের সন্ধান পেল।’ সূরা কাসাস : ২৯

আয়াতের বর্ণনায় এখানে আহল বলতে স্ত্রীদের বোঝানো হয়েছে, যা আমাদের মতের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাদের মতে–শুধু রক্তের সম্পর্কীয়রাই ‘আহল’-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা বলব, অবশ্যই নবি ﷺ-এর স্ত্রীদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কেননা, পবিত্র কুরআনে তা-ই বলা হয়েছে। তা ছাড়া কুরআনের পাশাপাশি হাদিসেও এ বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ আছে।

'আহলে বাইত'-এর প্রায়োগিক সংজ্ঞা হলো, তাঁরা নবি ﷺ-এর এমন আত্মীয় ও স্ত্রী; যাদের জন্য সাদাকা ও জাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। কেন আহলে বাইতের মধ্যে নবি ﷺ-এর চাচাতো ভাই ও সন্তান-সন্ততিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তার স্বপক্ষে সহিহ মুসলিমে একটি বিখ্যাত হাদিস রয়েছে–

> 'আল হারিস ইবনে রাবিয়াহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﵁ একদিন আবুল ফজল ﵁-কে সাথে নিয়ে নবি ﷺ-এর দরবারে গিয়ে বলেন–"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা অসচ্ছল। বাইতুলমাল হতে আমাদের কিছু সাদাকাহ দিতে পারবেন, যাতে আমরা নিজেদের বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করতে পারি?" নবিজি ﷺ বলেন–"তোমরা কি জানো না যে মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের জন্য সাদাকাহ গ্রহণ বৈধ নয়; আমাদের জন্য সাদাকাহ নেওয়া শুদ্ধ নয়।"'

হাদিসে 'আমরা' বলতে বনু হাশিম বা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরদের বোঝানো হয়েছে; শুধু ফাতিমা ﵂ বা হাসান-হোসাইন ﵄-কে নয়। দূরবর্তী আত্মীয় হলেও হারিস ﵁ আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর এবং নবিজি ﷺ-এর দ্বিতীয় নিসবতের চাচাতো ভাই। এ সূত্রে তিনি 'আল'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

উপরোক্ত হাদিস থেকে এটা পরিষ্কার–বনু হাশিমের সমস্ত মানুষ নবিজি ﷺ-এর 'আল'-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আব্বাস ﵁ ও তাঁর সন্তান-সন্ততি, আবু তালিব ও তাঁর সন্তান-সন্ততি, আকিল, জাফর, আলি ও তাঁদের সকল বংশধর 'আহলে বাইত'-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে আবু লাহাব আহলে বাইত নয়, কিন্তু তার বংশধরদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাঁরাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : আবু লাহাবের পুত্র উতবা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি একজন সাহাবি এবং তাঁর বংশধররা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

আন্দালুসে বসে হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে ইবনে হাজেম ﵀ লিখেছেন–

> 'মক্কায় এখনও তাঁর বংশধর বিদ্যমান। চতুর্থ-পঞ্চম শতকে আবু লাহাবের বংশের অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্তী সময়ে তাদের আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। এর কারণ, আবু লাহাবের উত্তরাধিকারী হিসেবে গর্ব করার মতো তেমন কেউ ছিল না। উতবার সূত্রে আবু লাহাবের বংশধরও আহলে বাইত।'

আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ করেছি, পবিত্র কুরআনে 'আহল' শব্দটি 'স্ত্রী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ইবরাহিম ﵇ ও মুসা ﵇-এর স্ত্রীদের প্রসঙ্গে। তা ছাড়া কেবল উম্মাহাতুল মুমিনিন অর্থেও এক জায়গায় 'আহলে বাইত' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে–